এক্স্যাক্টলি হোয়্যার টু স্টার্ট

ফিল এম জোনস

রূপান্তর
ত্বাইরান আবির

সম্পাদনা
আহমদ মুসা

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা

এক্স্যাক্টলি হোয়্যার টু স্টার্ট

প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রচ্ছদ: ওয়াহিদ তুষার

অনলাইন পরিবেশক
islamiboi.net/publisher/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; তানভীর প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Exactly Were To Start by Phil M Jones, Transformed by Tayran Abir, Edited by Ahmod Musa
Published by Projonmo Publication
Copyright © Projonmo Publication
ISBN: 978-984-95187-7-8

সূচিপত্র

একজন আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তির গোপন বার্তা..... ৫

এক. শুরু করুন..... ৭

দুই. অনুমতির অপেক্ষায় থাকবেন না..... ১৮

তিন. ভয়ের দৈত্যকে মোকাবেলা করুন..... ২৯

চার. পেপার ওয়ার্ক সম্পন্ন করুন..... ৪৯

পাঁচ. অপরকে সম্মান দিন, নিজেকে সম্মানিত করে তুলুন..... ৬৫

ছয়. নিজের দল গঠন করুন..... ৭৫

সাত. অগ্রগতিই উৎকর্ষতা নিশ্চিত করে..... ৮৭

আট. সংশয়-ই আপনার আসল শত্রু..... ১০৯

নয়. নিজেকে পরিচালনার পদ্ধতি উন্নত করুন..... ১২১

দশ. বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা..... ১৩৩

সর্বশেষ চিন্তাভাবনা..... ১৪৩

একজন আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তির গোপন বার্তা

আমার সাথে চলাফেরা করা লোকের সার্কেলে যখন 'সেলফ মেইড' নিয়ে কথাবার্তা হয়, তখন সবাই আমাকে এবং আমার কাজের দিকে নির্দেশ করে। তাদের কাছে আমি একজন সেলফ মেইড পারসোনালিটি। আমার কাজ আমি নিজে করেছি, আমার অবস্থান আমি নিজে তৈরি করে নিয়েছি। এটা বেশ ভালো লাগার মতো ব্যাপার। অন্তত আমার মতো একজন মানুষ, যে নিজেই নিজের ভবিষ্যত গড়ার জন্য কাজ করে গিয়েছে, তার জন্য খুশিরই বটে এসব। যাইহোক, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে আমার কাছে মনে হয়েছে—আমরা যারা নিজের কাজ নিজে করেছি, নিজেই নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি, তারা আসলে বাকি সব লোকের চাইতে অনেক ভিন্নভাবে চিন্তাভাবনা করে থাকে সকল বিষয়ে।

আমাদের মতো আলাদা চিন্তাভাবনা করা লোকেদের মাঝে মিল হচ্ছে—

- আমরা সবকিছু ভিন্নভাবে অনুভব করি।
- আমরা সবকিছুকে ভিন্নভাবে চিন্তা করি।
- আমরা ভিন্নভাবে কাজ করি।

একইভাবে গতানুগতিক চিন্তাভাবনা করার মতো মানুষের সাথে আমাদের প্রচুর অমিল রয়েছে। তাদের এবং আমাদের কাজ করার ধরন এক নয়। এই বইটিতে মূলত আমি সেসবই তুলে ধরতে চেয়েছি। বইটি সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা, এখানে আমরা নিজেদের যত চিন্তাভাবনা এবং কর্মকাণ্ড গ্রহণ করে থাকি, সেসবই তুলে ধরা হয়েছে। যাতে করে আপনি নিজের কাজে সফলতা লাভ করতে পারেন এবং নিজের আইডিয়াকে বাস্তবে রূপান্তর করতে পারেন। আমি আমার ব্যক্তিগত সকল অভিজ্ঞতার আলোকে চেষ্টা করেছি আপনাদের

সহায়তা করার মতো নানা বিষয় তুলে ধরতে। এসব বিষয় নিয়েই আমাদের সফলতার আকৃতি গঠিত হয়ে থাকে, আমাদের বাস্তবতায় সফলতা এসে থাকে। আশা করি এক্স্যাক্টলি হ্যোয়ার টু স্টার্ট বইটি আপনাদেরকে সাহায্য করবে আপনার কাছে থাকা দুর্দান্ত আইডিয়াটিকে বাস্তবায়ন করার মধ্যে দিয়ে চমৎকার কিছু করার জন্য।

এক

শুরু করুন

আপনি এই বইটি বেশ কয়েকটি কারণে হাতে নিতে পারেন। তবে আমার ধারণা আপনি বইটি এজন্যই পড়তে আগ্রহী হয়েছেন, কারণ আপনার কাছে একটি চমৎকার আইডিয়া রয়েছে। আপনি ভাবছেন এটি নিয়ে কাজ করার জন্য, আপনার কাছে এটাও মনে হয় যে আপনার এই আইডিয়া বেশ ভালোভাবেই কাজ করবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, কোন একটি বা কতিপয় কারণে আপনার আইডিয়াটি নিয়ে কাজ শুরু করতে পারছেন না। আর বোধ করি এজন্যই আপনি বইটি পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শুধু আপনার বেলায় নয়, আপনার আশেপাশে এমন ডজনকে ডজন লোক পাবেন, যারা কোনকিছু অর্জন করার একেবারে কাছাকাছি চলে গিয়েছিল, কিন্তু কোন এক কারণে নিজের আইডিয়াটিকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়নি। তারা হচ্ছে সকল কাজে অজুহাত দিয়ে পরবর্তীতে আফসোস করা ব্যক্তিগণ। তারা বলে থাকে—

- যদি আমি নিজের জন্য হলেও কাজটা শুরু করতাম
- যদি আমি কাজটি আরো আগে করতাম
- যদি আমি সবার পরামর্শ আরো আগে গ্রহণ করতাম
- যদি আমি চেষ্টা করার মতো যথেষ্ট সাহসী হতাম

আমরা সকলেই নিশ্চয়ই এই ধরনের কথাবার্তা জেনেছি, শুনেছি। আমাদের আশেপাশেই বহু লোকই এমন কথাবার্তা বলে থাকে। আপনি একটু খোঁজ নিলেই লক্ষ্য করবেন ব্যাপারটি। বেশিদূর যেতে হবে না, নিজের পরিবারের দিকেই একটু তাকিয়ে দেখুন, হয়তো পেয়ে যাবেন এমন কাউকে, যিনি কথায় কথায় এসব অজুহাত দাঁড় করিয়ে থাকেন। তার চাইতেও বড় কথা হচ্ছে, অনেক সময় আমরা নিজেরাও নিজেদেরকে এসব অজুহাত দিয়ে

থাকি। তাই এসব কথা চিন্তাভাবনা করে আমি বইটি লেখার কাজ শুরু করি। আসলে বিষয়টি এমন নয় যে, এই বইটি লেখা আমার বড়সড় কোন আইডিয়ার একটি। বরং এটি আমি লিখেছি কারণ, একজন উদ্যোক্তা হিসেবে মানুষের সাথে আমার খুব ভালো কমিউনিকেশন রয়েছে। তারা আমার কাছ থেকে প্রায়ই নানা বিষয় জানতে চায়, শুনতে চায় ব্যবসায়িক উদ্যোগসহ বিভিন্ন আইডিয়া নিয়ে আমার যত অভিজ্ঞতা। ব্যক্তিগতভাবে আসলে সবাইকে এভাবে পরামর্শ দেওয়াটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমি মানুষের আগ্রহের বিষয়গুলো আমি আমার প্রকাশকের সাথে শেয়ার করি। তখন তিনি আমাকে বই লেখার পরামর্শ দেন। ফলশ্রুতিতে আমি বইটি লেখা সম্পন্ন করেছি। আমি মূলত আমার কাছে লোকেরা যেসকল প্রশ্ন করে থাকে, সেইসব প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছি এই বইয়ের মাধ্যমে।

অনেকেই নিজেকে প্রশ্ন করে থাকেন—আমিই কেন? এই প্রশ্নগুলো আপনারা নিজেকে করে থাকেন যেকোন উদ্যোগের সময়কালে। আরো বিশেষভাবে বলতে গেলে যেকোন উদ্যোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য আপনারা এমন প্রশ্ন করে থাকেন নিজেকে। এর কারণ হতে পারে আপনারা মনে করেন আপনার আইডিয়াটি সফল করা সম্ভব নয়, আপনার আইডিয়াটি নিয়ে কাজ করার মতো কোন উপায় আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই আপনারা নিজেকে অমন প্রশ্ন করে থামিয়ে দেন। আপনাদের মতো লোকেদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, দয়া করে নিজেকে এমন প্রশ্ন করবেন না, থামিয়ে দেবেন না। আমাকে দেখুন। আপনারা যারা আমাকে চেনেন না, তাদের উদ্দেশ্যে আমাকে বলতে হয়, আমি একজন বিল্ডারের ছেলে। হাইস্কুলের বেশি আমার পড়াশোনা নেই এবং আমি কখনোই আর্থিক দিক দিয়ে অন্যান্য মানুষের মতো নিরাপদ ছিলাম না। আমার সেই সৌভাগ্য হয়নি। তাও আমি নিজেকে গুটিয়ে রাখিনি। আমি যখন ব্যবসায়িক জগতে আসি, তখন আমার বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। আমি সেই কৈশোর বয়সেই ব্যবসা শুরু করি। সেসময় আমি একশোর

মতো ব্যবসায়িক উদ্যোগ নেই। এগুলোর কোনটা সফল হয়েছিল, কোনটা আবার ব্যর্থ হয়েছিল। তবুও আমি নিজের পথে চলেছি এবং আমার সাথে কাজ করা ক্লায়েন্টদেরকেও একই কাজ করতে বলেছি। নিজেকে কখনো বলিনি—আমিই কেন? আমি কখনো নিজেকে থামিয়ে দেইনি। আমি উল্টো নিজেকে বলেছি—আমিই কেন নয়? অর্থাৎ, যেকোন উদ্যোগের সময় আমি উৎসাহ দিয়েছি, এটা বলে যে, কাজটি কেন আমিই করব না?

আপনারা অনেক অনেক বই পড়েছেন নিজের আইডিয়াগুলোকে বাস্তবায়ন করা নিয়ে। আপনারা হয়তো অনেক কিছুই জেনে থাকতে পারেন, তবুও জানার সীমাবদ্ধতা রয়ে যায় মানুষের। আপনারা যেসব বই-ই পড়ে থাকুন না কেন, এই বইটির মতো সেসব নয়। এখানে আমি বাস্তবতার নিরিখে সব আলোচনা করার চেষ্টা করেছি পুরোপুরি সংক্ষিপ্ত আকারে। আর লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি সেসব কর্মকাণ্ড, যা আমি নিজেও আমার ব্যবসায়িক যত কনটাক্ট নেবার সময় ব্যবহার করে থাকি। এগুলো হচ্ছে সঠিকভাবে নিজের আইডিয়া নিয়ে কাজ করার এবং সঠিক উপায়ে নিজের আইডিয়াকে বাস্তবায়ন করার সুনির্দিষ্ট কিছু উপায়। এসব ব্যবহার করে আশা করা যায় আপনি শূন্য থেকে শিখরে উঠতে সক্ষম হবেন, নিজের আইডিয়াকে বাস্তবায়ন করতে পারবেন। সত্যি বলতে, আমি এখনও এসব পদক্ষেপ নিয়ে থাকি আমার ব্যবসায়িক যত কাজ করার ক্ষেত্রে। যাইহোক, নিয়মিতই ব্যবসা সম্পর্কে নানারকম প্রশ্নের সম্মুখীন হই আমি। বারবারই এসব প্রশ্ন ঘুরেফিরে আসতে থাকে। আজ একজনের কাছ হতে তো কাল আরেকজনের কাছ থেকে একই প্রশ্ন এসে থাকে। এমন কিছু প্রশ্ন নিচে দেয়া হলো—

- কোথা থেকে আমি আমার আইডিয়া নিয়ে কাজ করার বিষয়টি শিখতে পারব?
- কেন অন্যান্য লোকেরা এটি (সুনির্দিষ্ট আইডিয়া) নিয়ে কাজ করল না?

- নিজের আইডিয়া নিয়ে কাজ করার সঠিক ফরমেশন আসলে কোনটি?
- কখন নিজের আইডিয়া নিয়ে কাজ করার সঠিক সময়?
- কী হবে যদি আইডিয়াটি ব্যর্থ হয়ে যায়?
- আপনার ক্ষেত্রে আইডিয়া সংক্রান্ত কাজগুলো আসলে কে করে দিয়েছিল?
- কীভাবে আপনি সবকিছু মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন?

যখন এই ধরনের প্রশ্ন করা হয়, তখন এসব প্রশ্নকে আসলে প্রশ্নের চাইতেও অজুহাতই বেশি মনে হয়ে থাকে। আসলে আমরা অজুহাত দাঁড় করাতে অনেক ভালোবাসি। নিজের আইডিয়া নিয়ে আমরা যতটুকু কাজ না করি, তার চাইতেও বেশি কাজ করে থাকি নিজের অজুহাতকে শক্তিশালী করার জন্য। এই বই আপনাকে সাহায্য করবে নিজের অজুহাত থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। হতে পারে আপনি ইতোমধ্যেই নিজের আইডিয়া নিয়ে কাজ না করার মতো একটি অজুহাত পেয়ে গেছেন, হতে পারে আপনি নিজের মনকে স্থির করে ফেলেছেন কাজ না করার জন্য। এমনও হতে পারে আপনি নিজের অজুহাতকে শক্তিশালী করার জন্য শ্রম ব্যয় করছেন। এই জায়গা থেকে আপনাকে বের করে নিয়ে আসতে চাই আমি। সেজনই মূলত বইটি লেখা। আপনিও চেষ্টা করুন নিজের আইডিয়া নিয়ে কাজ করার জন্য। কে বলতে পারে, আপনি না করলে হয়তো আপনার আইডিয়া ব্যবহার করে অন্য কেউ সফল হয়ে যেতে পারে। তাই এখন থেকেই কাজ শুরু করুন, কোনরকম অজুহাতকে আশ্রয় না দিয়ে।

আপনি হয়তো নিজের কাজ নিয়ে এমন অনুভূতির মাঝে পড়ে আছেন, যা অন্য কারো অনুভূতির সাথে মিল রয়েছে। আমার কথাই ধরা যাক। হতে পারে আপনি নিজের কাজ নিয়ে এমন একটি অবস্থায় রয়েছেন, যেসব আমি বেশ ভালোমতোই বুঝতে পারি, আমার সেসব বোঝার মতো দক্ষতা রয়েছে।

এমনও হয়ে থাকতে পারে আমি যেভাবে চিন্তা করে থাকি কোন একটি সমস্যা নিয়ে, আপনিও সেভাবে চিন্তাভাবনা করে থাকেন। আসলে এগুলো হচ্ছে সাধারণ চিন্তাভাবনা। সকল মানুষের মাঝে এসব স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান থাকে। কখনো কখনো কিছু সিদ্ধান্ত আমাদেরকে চিন্তায় ফেলে দেয়, কখনো আবার কিছু কিছু সিদ্ধান্তের জন্য আমরা সমস্যা অনুভব করে থাকি। আমাদের কাছে মনে হতে থাকে আমরা এসব নিয়ে কাজ করে এগিয়ে যেতে পারব না। একটা সময় নিজের আইডিয়া নিয়ে নানাবিধ সমস্যা আমাদের চোখে পড়তে শুরু করে। তারপর আমার কেউ কেউ হয়তো কাজ ছেড়ে দিয়ে থাকি। এটি আসলে ঠিক নয়। আমি হয়তো আপনাদের থেকে অনেক ক্ষেত্রে বেশিই জানি, আপনাদেরকে পরামর্শ দেবার মতো সক্ষমতা আমার রয়েছে, কারণ আমার কাজ করার অভিজ্ঞতা আপনাদের তুলনায় বেশি। তবুও বলতে চাই এসব আসলে সাধারণ অনুভূতি। আপনার মতো আমারও এমন অনুভূতি হয়ে থাকে কখনো কখনো নিজের কাজ করার সময়। এসব আমি বুঝতে পারি, যখন আমি নিজের বড় কোন প্রকল্প নিয়ে কাজ করতে যাই। এসব করতে গিয়ে মাঝেমধ্যে প্রচুর সমস্যার মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হয়। আমাকে অনেক চাপ নিতে হয়। আমি চাপ নিয়েই কাজ করি। কিছু কিছু সময় আবার নানারকম জটিলতা পোহাতে হয়। আমি এসব জটিলতাকেও পাশ কাটিয়ে এসেছি। জটিলতা আসলে আমাদের জীবন চলার পথের সঙ্গী। আপনি বেঁচে থাকবেন, কিন্তু জীবনে জটিলতা আসবে না, এমনটা ভুলেও ভাববেন না। এসবকে আমি ইতিবাচক হিসেবেই গ্রহণ করে থাকি। আমার সমস্যাগুলো আমার চলার পথে এসে যায়, আমি এসব নিয়ে কাজ করি। তার মানে এই নয় যে—এগুলো আসলে রেড লাইট, এগুলো আমাকে আটকে রাখার ক্ষমতা রাখে। আমি কখনোই নিজের কাজে থাকা কোন জটিলতাকে বৃহৎ হতে দেই না। এগুলোকে সরিয়ে ফেলি। আমার যাত্রারই একটি অংশ হিসেবে এসবকে মেনে নেই। ফলে আমার তেমন কোন সমস্যা হয় না জীবনকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে। আপনিও

কাজটি করে দেখতে পারেন। একে একটি গেইমের মতোই গণ্য করুন। দেখবেন, আপনার অনেক সমস্যাই সমাধান হয়ে যাবে। আপনি একদিন নিজেকে নিয়ে অনেক বড় কিছু করতে পারবেন।

আমি ইতোমধ্যেই আপনাদেরকে জানিয়েছি, এই বইটি লেখা আসলে আমার কোন বড়সড় আইডিয়াকে বাস্তবে রূপান্তর করার টাস্ক নয়। তবে আমার অন্যান্য বৃহৎ আইডিয়ার ন্যায়, এই বইটি লেখাও আমার জন্য বেশ বৃহৎ কিছুই ছিল। এটি লিখতে গিয়ে আমাকে এমন আইডিয়া খুঁজে বের করতে হয়েছে যেসব আইডিয়াকে কাজে লাগিয়ে কোন সুনির্দিষ্ট একটি আইডিয়াকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। বুঝতেই পারছেন, এটি বেশ ধকলের কাজ। বইটি লিখতে গিয়ে আমাকে নিজের জীবনের বহু বছরের অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতে হয়েছে। এসব অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বইটি লিখেছি। আমি আমার জীবনে যেসব প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কাজ করে থাকি, সেসব বিষয় বহাল রেখেছি এই বইটি লেখা সময়েও। ফলশ্রুতিতে বইটি লেখার সময় কমে ছয়মাস থেকে ছয় সপ্তাহে চলে এসেছে! এতে করে বোঝা যায়, সঠিক পদক্ষেপ মেনে কাজ করলে সময় বাঁচানো সম্ভব। আর ব্যবসায়িক কাজে নিজের সময় বাঁচানোর বিষয়টি এমনকি আপনাকে এগিয়ে যেতে অনেক সাহায্য করে থাকে।

আমি যখন বইটি লিখতে শুরু করি নিজস্ব কাজের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, তখন প্রথম পেইজটি লেখা শেষ করার পর আমার একটু হাসি পেয়েছিল। কেননা, এরপর থেকে আমি যত ভেতরে যেতে থাকব, আমার আরো বেশি বেশি লিখতে হবে, আরো ভারী হতে থাকবে পাতাগুলো, বিভিন্ন লেখায়। তাই প্রথম পাতাটি লেখার পর থেকেই আমাকে বেশ ভাবতে হয়েছিল। একটি পাতা শেষ করার পর থেকেই নিজের চিন্তাকে শাণিত করতে হয়েছিল আরো। এরপর আমি আমার দীর্ঘ কর্মজীবনের নানারকম অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন ব্যর্থতার দিক তুলে ধরার জন্য সচেষ্ট হয়েছি। আপনি বইটি পড়ার

সময় এসব বুঝতে পারবেন। এই বইয়ে সেসব ব্যাখ্যা রয়েছে। নিজের পণ্য নিয়ে কী করণীয়, আপনার পণ্যটি লঞ্চ করার সময় সম্পর্কিত বিবেচনা খুঁজে পাবেন। আমি চেষ্টা করেছি আপনাদের জন্য সংক্ষেপে কিছু বিষয় তুলে ধরার জন্য। আশা করি এসব কাজে লাগিয়ে আপনি নিজেকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেশকিছু পদক্ষেপ আপনাদের সবার কথা চিন্তা করে বইটিতে বর্ণিত হয়েছে। এসব খুবই সহজে পড়তে, বুঝতে ও জানতে পারবেন। আর যদি প্রয়োগ করতে পারেন, তাহলে বলা যায় বেশ ভালো একটি অবস্থান গড়ে নিতে পারবেন নিজের জন্য।

আপনি হয়তো আমার আগের লেখাগুলোও পড়েছেন, অথবা নাও পড়ে থাকতে পারেন। যদি আপনি পড়ে থাকেন, তাহলে দেখতে পাবেন আমার আগের লেখাগুলোর মতোই এই বইয়েও মূল বিষয়কে ফোকাস করে আমি আলোচনাকে এগিয়ে নিয়েছি। মূল বিষয়ের বাইরে অতিরিক্ত কিছু বলা হয়নি। এসব আপনাকে বিরক্ত হওয়া থেকে বাঁচাবে। বিষয়টি সম্পর্কে যারা পূর্বে আমার কোন বই পড়েছেন, তারা বেশ ভালোমতোই জানার কথা। আর যারা নতুন আমার লেখাগুলো পড়তে চলেছেন আশা করি সেন্ট্রাল টপিক কেন্দ্রিক আলোচনার বিষয়টি আপনি ধরতে পারবেন কনটেক্সটের ফ্লো দেখার মাধ্যমে। আপনি নোট নিতে পারবেন, আপনার করণীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানতে পারবেন এবং কাজ করার বিষয়ে জানতে সক্ষম। ঠিক আমার মতোই আপনি বুঝতে পারবেন—নিজের আইডিয়া নিয়ে কাজ করাটা আসলে যেখান থেকে শুরু করা উচিত, এই প্রসঙ্গে।

সবশেষে আমি আপনাদেরকে একটি কুইক সিক্রেট রিভিল করে দিয়ে যাই। আপনার নিজের আইডিয়াটি নিয়ে কাজ করা প্রসঙ্গে কোন চিন্তাভাবনা করার দরকার নেই। আপনি ইতোমধ্যেই কাজ করা শুরু করেছেন। আপনি অবাক হতে পারেন আমার কথা শুনে, আপনার কাছে মনে হতে পারে, কীভাবে সম্ভব? আসলে আপনি যখন মনের মাঝে চিন্তাভাবনা করা শুরু

করেছেন, তখন থেকেই আপনার মাঝে নিজের আইডিয়া নিয়ে কাজ করার বিষয়টি শুরু হয়ে গেছে। আপনি নিজের আইডিয়া নিয়ে নানারকম পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন, নিজের আইডিয়াকে ধারাল করে তোলার জন্য নিজের বিবেক বিবেচনাকে খাটিয়ে যেসব পদক্ষেপ নেয়ার চিন্তাভাবনা করে থাকেন, এসবও মূলত একরকম কাজ। আপনাকে কেবল নিজের বাস্তবতাকে অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ, আপনি যখন নিজের আইডিয়া নিয়ে কাজ করছেন মনে মনে, পরিকল্পনা দাঁড় করাচ্ছেন এবং ভিজুয়ালাইজেশন ব্যবহার করে একটি সফল পদযাত্রা দেখে নিচ্ছেন, কল্পনার জগতে আপনি সেই মুহূর্ত থেকেই আসলে সফল। আপনাকে এখন শুধু বাস্তব রূপ দিতে হবে একে। এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই—বাস্তব জীবনে সফলতা বলতে একটি বিষয়ের ওপর সফল পদচারণার বিষয়টিকেই বুঝিয়ে থাকে। আপনি ভুলে যান আপনি সফল নাকি ব্যর্থ। কেননা, এসব আসলে বড় কোন বিষয় নয়। এসব গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপার নয়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, আপনি কতকাল স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে টিকে থাকলেন। মনে রাখবেন, আপনি এমন একটি যাত্রা শুরু করতে চলেছেন, যেটির শুরু আছে, কিন্তু কোন শেষ নেই।

আপনার করণীয় কাজ

নিজেকে লেখা চিঠি

আপনারা কেউ কি নিজেকে চিঠি লিখেন? আমি ধারণা করি বেশিরভাগ মানুষই এমন কাজ করেন না। আসলে নিজেকে চিঠি লেখার বিষয়টি মানুষের মাথাতেই আসে না। এসব নিয়ে তেমন চিন্তাই করে না কেউ। কিন্তু কেন? এ বিষয়ে জোরালো কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল, বিষয়টি মানুষের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়ে থাকে যে, নিজেকে চিঠি লেখা আবার কেমন ব্যাপার! এই ধরনের একটি সামান্য চিন্তাভাবনা থেকে মানুষ নিজেকে চিঠি

লেখে না। নিজেকে ইন্সপায়ার করে না। আপনি হয়তো জানেন না, নিজের প্রতি কিছু লেখার বিষয়টি আপনাকে কতটা উৎসাহ দিতে পারে, কতটা আগ্রহী করে তুলতে পারে কাজের প্রতি। আমাদের সবারই কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে নিজের ভেতর অঙ্গীকার আনার বিষয়টি জরুরী। আপনি যদি কোন একটি আইডিয়া নিয়ে কাজ করা শুরু করেন, তাহলে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন— আইডিয়াটি নিয়ে কাজ করা উচিত কিনা? এরপর চিন্তাভাবনা করতে থাকুন। আপনি ইয়েস/নো অপশন রাখতে পারেন। যদি সকল চিন্তাভাবনা করার মাধ্যমে আপনার কাছে মনে হয় আইডিয়াটি নিয়ে কাজ করা যায়, তাহলে আপনি ইয়েস অপশন ব্যবহার করতে পারেন এবং কাজটি এগিয়ে নিতে পারেন। এছাড়াও আপনি নো অপশন ব্যবহার করে আপনার কাজটি বন্ধ রাখতে পারেন। সবকিছু বিবেচনায় হ্যাঁ কিংবা না দুটো সিদ্ধান্তই উপকারী হতে পারে। আপনি প্রথমেই চিন্তা করুন। তারপর সিদ্ধান্ত নিন। এতে করে বেশ ভালো করেই নিজের কাজটি শুরু করার ব্যাপারে একটি স্পষ্ট অবস্থানে পৌঁছাতে পারবেন। তবে যেকোন কাজে যদি আপনি একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন, তাহলে সেটি করার জন্য কখনো বসে থাকবেন না। কেননা, পুলের ধারে বসে থেকে কেউ কখনো সাতার শিখতে পারে না, বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা ব্যতীত কেউ কোনদিনই রকস্টার হতে পারে না, পাহাড়ের পাদদেশে পা না রাখলে কেউ কখনো পর্বতারোহী হতে পারে না। তাই নিজের কাজটি করতে থাকুন। একটা সময় ঠিকই আপনি সফল হতে পারবেন।

কাজ এবং ঝুঁকিই একটি ফলাফল এনে দেয়। কেউ যদি নিজের কাজ করা চালিয়ে যায় এবং ঝুঁকি নেয়া অব্যাহত রাখে নানা সময়ে, তাহলে সে নিশ্চিতভাবেই ভালো একটি অবস্থানে একদিন পৌঁছাতে পারবে। অনেকে ঝুঁকি নিতে জানে না নিজের কাজ নিয়ে, তারা বেশি বড় মাপের কিছু কোনদিনই হতে পারে না। আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে দুটি বিষয় বেশ